সচিত্র

পারিবারিক চিকিৎসা

ডাঃ সুকুমার রায়

রায় পাব্‌লিশিং হাউস

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

ঔষধের মাত্রা ৬
ঔষধের শক্তি নির্ণয় ৮
ঔষধ রক্ষণ বিধি ৮
জটিল ও পুরাতন রোগ ৫
ভারতে হোমিওপ্যাথির প্রবেশ ও প্রচার ৩
হোমিওপ্যাথির উৎপত্তি ও উহার মূল সূত্রসমূহ ১
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি ৪
হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবহার ৬

নরদেহ-তত্ত্ব

অণ্ডকোষ ৩৩
আনুভূতিক স্নায়ু ১০
আত্মোদ্ভূত স্নায়ুমণ্ডল ২৯
ঋতু বা 'মাসিক' ৩৯
কামাদ্রি ৩৪
ক্লেদমোক্ষণ বিধান ২৬
কাললনল বা জরায়ুনল ৩৭
চর্ম ২৬
চর্মের ক্রিয়া ২৭
জরায়ু ৩৬
ডিম্বাধার বা ডিম্বকোষ ৩৮
দুগ্ধ ৪৬
মূলগ্রন্থি ২৭
কোষরজ্জু ৩৩
দন্ত ২২
ধমনী, শিরা ১৬
নরকঙ্কাল ১১
পরিপাকতত্ত্ব ২১
প্রজনন ৩১
প্রসব ৪২
পুং-জননেন্দ্রিয় ৩১
পিত্ত ২৫
প্যাংক্রিয়াস ২৫
পেশীমণ্ডল ১৩
ফুসফুস ১৯
বক্ষগহ্বর ১২
বীর্য বা শুক্র ৩৪
বৃহৎ যোনিপুট ৩৪
বৃহৎ অন্ত্র ২৬
ভ্রূণের শোণিতপ্রবাহ ৪৩
ভ্রূণমধ্যে শোণিতপ্রবাহ ৪৩
মস্তক বা মুণ্ড ১০
মূত্রযন্ত্র ২৭
মূত্রনল ২৮
মূত্রগ্রন্থির ক্রিয়া ২৮
মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জাঘটিত স্নায়ুমণ্ডল ২৯
মুষ্ক ৩৩
যকৃৎ ২৪
যোনি ৩৬
শুক্রকীট ৩৪
ফুল ৪২
রজঃস্রাবের উদ্দেশ্য ৪০
শ্বাস-প্রশ্বাস ১৮
শোণিত-প্রবাহ ১৩
শ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ুর পরিবর্তন ২১

স্নায়ু ২৯
স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া ৩১
স্নায়ুমণ্ডল ২৯
স্বেদক্ষরণ ২৭
স্ত্রী-বহির্জননেন্দ্রিয় ৩৪
স্ত্রী-অন্তর্জননেন্দ্রিয় ৩৬
স্তন ৪১
হৃৎপিণ্ড ১৫
ক্ষুদ্র যোনিপুট ৩৪

রোগী পরীক্ষা

জিহবা পরীক্ষা ৪৯
থার্মোমিটার ব্যবহার ৪৭
নাড়ী পরীক্ষা ৪৬
প্রস্রাব শর্করা পরীক্ষা ৫১
বক্ষ পরীক্ষা ৪৮
ঐ আঘাতন ৪৮
ঐ আকর্ণন ৪৮
ঐ দর্শন ৪৮
ঐ স্পর্শন ৪৮
মল পরীক্ষা ৫০
মূত্র পরীক্ষা ৫০
শ্বাস-প্রশ্বাস ৪৭

রোগের নাম অনুসারে

অণ্ডকোষ-প্রদাহ ৩১১
অর্শ ১৮৮, ২৯৪
অতিরজঃ ২৭৪
অনুকল্প রজঃ ২৭৯
অনিয়মিত ঋতু ২৭৯
অঞ্জনী ২৫৮
অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ ২০৯
অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য ২০২
অনিদ্রা ১৫৬
অন্ত্রবৃদ্ধি ১৯১
অসাড়ে মূত্রত্যাগ ১৪৩, ২৯৪
অন্ত্র-প্রদাহ ২১১
অর্বুদ ও কর্কট রোগ ২৬২
অস্থি রোগ, অস্থিক্ষত ২৭২
অন্ত্রশূল, পেটে বেদনা ২৯৩
অসাড়ে মূত্রত্যাগ ২৯৪

আঙুলহাড়া ২৬৭, ২৭৪
আমবাত ২৬৪
আমাশয় ১৮৪
আহারে অরুচি ২৯২
আঁচিল ২৬৪

ইনফ্লুয়েঞ্জা ৮৯

উদরাময় ১৮০, ২৯৩
উপদংশ ৩০৫
উপান্ত্র-প্রদাহ ১৯০
উল্টামুদা ৩১১

একজিমা ২৬৬
এলবুমেনযুক্ত প্রস্রাব ২৯৫
এলবুমিনুরিয়া ২৪৭
এপেণ্ডিসাইটিস ১৯০
এপোপ্লেক্সি বা সন্ন্যাস ১৬২
এপিডেমিক ড্রপ্সি ১৬৪

ওজিনা ২১৯

কলেরা ৫২

কণ্টকর প্রসব ২৯৮
কর্কট রোগ ২৬২
কড়া ২৭৪
কর্ণশূল ২৫১
কর্ণরোগ ২৫১
কর্ণমূল-প্রদাহ ২৫৫
কর্ণনাদ ২৫৩
কর্ণকুহরে স্ফোটক ২৫৩
কাউর ২৬৬
কানপাকা ২৫২
কালা-জ্বর ১১১
কটিবাত ১১৯
কাশি ২১৩, ২৯৫
কোরিয়া ১৪২
কোষ্ঠকাঠিন্য ১৭৭, ২৯৩
কৃত্রিম প্রসব-বেদনা ২৯৭
ক্রিমি ১৯৪
কুষ্ঠ ২৭৪
ক্রুপ ২১৬
ক্ষত ২৬৯

খুস্কি ২৭৪

গর্ভপাতের পর চিকিৎসা ২৯৭
গর্ভস্রাব নিবারণ ২৯৬
গর্ভস্রাব ২৯৬
গর্ভিণী রোগ ২৯১
গলক্ষত ১৭৪
গেঁটেবাত (গাউট) ১১৭
গ্লুকোমা ২৬০
গৃধ্রসী বাত ১২০

ঘাড় আড়ষ্ট ১১৬
ঘুংড়ি কাশি ২১৬

চর্ম রোগ ২৭৪
চক্ষুর ছানি ২৬০
চক্ষু-প্রদাহ ২৫৭
চর্মদল বসন্ত ৮০
চুলকানি ২৬৫

জল বসন্ত ৮১
জরায়ুর অর্বুদ ২৯০
জরায়ুর কর্কট রোগ ২৮৯
জরায়ুর স্থানচ্যুতি ২৮৫
জরায়ুর রক্তস্রাব ২৮৪

টাক ২৭৪
টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড জ্বর ১০৩
ট্যারা দৃষ্টি ২৬১

ডেঙ্গু-জ্বর ৯১
ডিফথেরিয়া ৮৬
ডিম্বকোষ-প্রদাহ ২৮৮
ডিম্বকোষের স্নায়ুশূল ২৮৮

তড়কা ৩১৯
তরুণ জরায়ু-প্রদাহ ২৮৩
তাণ্ডব রোগ বা কোরিয়া ১৪২
তালুমূল-প্রদাহ ১৭৬
দন্তশূল ১৭৩, ২৯১
দন্তোদ্গমকালীন পীড়া ৩২০
দদ্রু ২৬৭
দিনকানা ২৫৯
দুগ্ধ জ্বর ৩০১

দুগ্ধবমন ৩২০
ধবল ২৭৪
ধনুষ্টঙ্কার ৩১৭, ১৩৮
ধ্বজভঙ্গ ৩১৩
ধূম্রদৃষ্টি ২৬০

নাসামধ্যে বহুপাদ অর্বুদ ২৫৬
নাসিকা হইতে রক্তস্রাব . ২৫৫
নাভির রোগ ৩১৬
নিম্নাঙ্গের শোথ ২৯২
নিউমোনিয়া ২২৩
নীল রোগ ৩১৬
ন্যাবা ১৯৯

পক্ষাঘাত ১৪৪
পাঁচড়া ২৬৫
পাকাশয়-ক্ষত ২০৭
পাকাশয়-প্রদাহ ২০৬
পাণ্ডু বা ন্যাবা ১৯৯
প্লুরিসি ২২০
প্লীহা ৩২২
পূতিনস্য ২১৯
পুরাতন জরায়ু প্রদাহ ২৮৩
পেরিটোনাইটিস ২০৯
পেটফাঁপা ১৬৬
পেঁচোয় পাওয়া ৩১৭
পেটে বেদনা ২৯৩
পোড়া নারাঙ্গা ২৭১
প্রথম রজঃপ্রকাশে বিলম্ব ২৭২
প্রভাত বমন ২৯১
প্রমেহ ৩০৮
প্রমেহজনিত বাত ১১৯
প্রসবের পর দুর্বলতা ৩০৫
প্রসবান্তে উদরাময় ৩০৪
প্রসবান্তে মূত্ররোধ ৩০৩
প্রসবান্তে কোষ্ঠকাঠিন্য ৩০৪
প্রসবান্তে ক্লেদস্রাব ৩০১
প্রসবের পর ফুল না পড়া ৩০১
প্রসবান্তিক রক্তস্রাব ২৯৯
প্রসবাবস্থায় উপসর্গ ২৯৭
প্রতিশ্যায় রোগ ২১৮
পৃষ্ঠব্রণ ২৭০

ফোড়া ২৬৮

ভগন্দর ১৯৩
ভ্যাদাল ব্যথা ৩০০

মস্তিষ্কোদক ৩২৩
মাথাধরা ১৫২
মাথাঘোরা ১৫৪
মুখে জল উঠা ২৯২
মুখগহ্বরের ক্ষত ১৭১
মূর্ছা ২৩৪, ২৯১
মৃদা ৩১০
মূত্রপিণ্ড-প্রদাহ ২৩৯
মূত্রমার্গ-প্রদাহ ২৪০
মূত্রনলীর সঙ্কোচন ২৪০
মূত্ররোধ ২৪১, ২৯৪
মূত্রনাশ ২৪১
মূত্রাশয়-প্রদাহ ২৪৬
মূত্রপাথরি এবং মূত্রশূল ২৪৪
মূত্রযন্ত্রের অর্বুদ ২৪৪
মূত্রযন্ত্রের পীড়া ২৩৯

একোনাইট	৩৩৬	ডিজিটেলিস	৩৪৫
এন্টিম টার্ট	৩৩৬	ড্রসেরা	৩৪৫
এসিড নাইট্রিক	৩৩৬	ডায়োস্করিয়া	৩৪৫
এসিড ফস	৩৩৬	ডিপথেরিনাম	৩৪৫
এসিড মিউর	৩৩৭	থুজা	৩৪৬
ওপিয়াম	৩৩৭	নাক্স ভমিকা	৩৪৬
ককুলাস	৩৩৭	নেট্রাম ফস	৩৪৬
কলচিকাম	৩৩৭	নেট্রাম মিউর	৩৪৬
কফিয়া	৩৩৮	নেট্রাম সালফ	৩৪৭
কলোফাইলাম	৩৩৮	পডোফাইলাম	৩৪৭
ক্রোটন টিগ	৩৩৮	পালসেটিলা	৩৪৭
ক্যাল্কেরিয়া কার্ব	৩৩৮	পাইরোজিনাম	৩৪৮
ক্যাল্কেরিয়া ফস	৩৩৯	প্ল্যান্টাগো	৩৪৮
ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুওরিক	৩৩৯	প্ল্যাটিনাম	৩৪৮
কষ্টিকাম	৩৩৯	প্লাম্বাম	৩৪৮
কলোসিন্থ	৩৪০	ফসফরাস	৩৩১
কার্বো ভেজ	৩৪০	ফেরাম মেটালিকাম	৩৪৯
কুপ্রাম মেট	৩৪০	ফেরাম ফস	৩৪৯
ক্যালি বাইক্রোমিকাম	৩৪১	ব্যাপ্টিশিয়া	৩৪৯
ক্যালি কার্ব	৩৪১	বেলেডোনা	৩৪৯
ক্যালি মিউর	৩৪১	ব্রাইওনিয়া	৩৫০
ক্যালি ফস	৩৪১	বোরাক্স	৩৫০
ক্যাক্টাস	৩৪২	বিসমাথ	৩৫০
ক্যামোমিলা	৩৪২	ব্যারাইটা কার্ব	৩৫১
ক্যান্থারিস	৩৪২	ভিরেট্রাম এল্বাম	৩৫১
ক্যাম্ফর	৩৪৩	ভিরেট্রাম ভিরিডি	৩৫১
ক্যালেণ্ডুলা	৩৪৩	মার্কিউরিয়াস কর	৩৫১
গ্র্যাফাইটিস	৩৪৩	মার্কিউরিয়াস সল	৩৫২
চায়না	৩৪৩	ম্যাগ্নেশিয়া কার্ব	৩৫২
চেলিডোনিয়াম	৩৪৩	ম্যাগ্নেশিয়া ফস	৩৫২
জিঙ্কাম মেটালিকাম	৩৪৪	রাস টক্স	৩৫২
জেলসিমিয়াম	৩৪৪	রুটা	৩৫৩
টেরিবিন্থিনা	৩৪৪	রিউম	৩৫৩
ডালকামারা	৩৪৫	রিসিনাস	৩৫৩

লাইকোপোডিয়াম ৩৫৪
ল্যাকেসিস ৩৫৪
লিডাম ৩৫৪
স্ট্যানাম ৩৫৪
স্ট্র্যামোনিয়াম ৩৫৫
সাইলিসিয়া ৩৫৫
সালফার ৩৫৫
সোরিণাম ৩৫৬
সিকেলি কর ৩৫৬
সিড্রন ৩৫৬
সিয়ানোথাস ৩৫৭
সিনা ৩৫৭
সিপিয়া ৩৫৭
সিমিসিফিউগা ৩৫৭
স্পঞ্জিয়া ৩৫৮
সিম্ফাইটাম ৩৫৮
সাইকুটা ৩৫৮
স্পাইজেলিয়া ৩৫৮
স্যাবাইনা ৩৫৯
সেলেনিয়াম ৩৫৯
হাইড্রাস্টিস ৩৫৯
হায়োসায়ামাস ৩৫৯
হিপার সালফার ৩৬০
হ্যামামেলিস ৩৬০
হাইপেরিকাম ৩৬০

কয়েকটি বিশেষ ঔষধের মেটিরিয়া মেডিকা

এভেনা স্যাটাইভা ৩৬২
এলিট্রিস ফ্যারিনোসা ৩৬৩
এলফালফা ৩৬৩
ইচিনেশিয়া ৩৬৪
অশোক ৩৬৪
ব্ল্যাটা ওরিয়েন্ট্যালিস ৩৬৫
ক্যাস্কারা এমারগা ৩৬৫
ক্রেটিগাস অক্সিয়াকান্থা ৩৬৬
ক্যারিকা পেপেয়া ৩৬৬
ক্যাসিয়া সোফোরা ৩৬৭
ডেমিয়ানা ৩৬৭
প্যাসিফ্লোরা ৩৬৭
ভাইবার্ণাম প্রুনিফোলিয়াম ৩৬৮
ভার্বাস্কাম ৩৬৯
রাওলফিয়া সার্পেন্টিনা ৩৬৯
স্যালিক্স নায়াগ্রা ৩৬৯
সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলেনাম ৩৭০
ভেসিকেরিয়া কমিউনিস ৩৭০
ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডা ৩৭১

ক্লিনিকেল অধ্যায়

প্রসব দিন নির্ধারণ তালিকা ৩৭২-৩৭৩
বয়স অনুসারে নাড়ীর গতি ৩৭৪
বয়স অনুসারে শ্বাস-প্রশ্বাস ৩৭৪
গাত্রতাপ, নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাস ৩৭৪
বয়স অনুসারে রক্তের চাপ ৩৭৫
মানবদেহের উচ্চতা অনুসারে ওজন ৩৭৫
সুস্থ ব্যক্তির খাদ্যের পরিমাণ ৩৭৫

মেনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক-ঝিল্লী-প্রদাহ ১৬০
ম্যালেরিয়া জ্বর ৯৬
মৃগী রোগ ১৪০

যকৃৎ-প্রদাহ ১৯৭
যকৃতের বিবৃদ্ধি ১৯৮
যক্ষ্মাকাশ ১২২
যোনি-কণ্ডূয়ন ২৯৫
যোনির চুলকানি ২৮৯
যোনি-প্রদাহ ২৮৬
যক্ষ্মারোগ ও টিউবারকুলিনাম ১২৩

রজঃনিঃসরণ ২৯৫
রজঃনিবৃত্তি ২৮০
রজঃরোধ ২৭৪
রক্তচাপ ২৪৯
রক্তশূন্যতা ১৩০
রক্ত-প্রস্রাব ২৪২
রক্ত-বমন বা রক্ত-পিত্ত ১৬৯
রাতকানা ২৫৯
রিকেট অর্থাৎ বালাস্থি বিকৃতি ১২৮
রেমিটেন্ট জ্বর ৯৪

বসন্ত ৭৬
বধিরতা ২৫৪
বহুমূত্র ১৩২
বয়ঃব্রণ ২৭৪
বমন ২০৪
বাত ১১৪
বাধক বেদনা ২৭৭
ব্লাড-প্রেসার ২৪৯
বাঘী ৩০৯
বিবধিত অঙ্গের পক্ষাঘাত ১৫২
বিসর্প ৮৩
বেরি-বেরি ১৬৪
ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার ১১৩
বিষফোড়া ২৭০
বক্ষাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ ২২০
ব্রঙ্কাইটিস ২৩১

শয্যায় মূত্রত্যাগ ৩২০
শিশুর নাভিপাকা ৩২৩
শিশুর চক্ষু-প্রদাহ ৩১৭
শিশুর কানপাকা ৩১৮
শিশু-ন্যাবা ৩১৬
শিশুর ক্রন্দন ৩১৮
শিশুর মাই না ধরা ৩১৬
শিশুদিগের একজ্বর ৩১৯
শিশুরোগ চিকিৎসা ৩১৫
শিশুর মুখের ঘা ৩২২
শিশু-যকৃৎ ৩২১
শিশুর সর্দি-কাশি ৩২২
শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ৩২২
শিশুর পেট কামড়ানি ৩২৩
শিশুর কোষবৃদ্ধি ৩২৩
শিরা প্রসারণ ২৯২
শুক্র ক্ষরণ ৩১২
শূলবেদনা ১৬৭
শ্বেত প্রদর ২৮১
শোথ ১৩৫

সর্দি ২১৭
সর্দি-জ্বর ৯৩
সদ্যোজাত মৃতবৎ শিশু ৩১৫
সন্ন্যাস ১৬২

স্বল্পবিরাম বা রেমিটেন্ট জ্বর	৯৪
স্তনের বোঁটার ক্ষত	৩০৫
স্তন্যবৃদ্ধি	৩০৫
স্তনদুগ্ধের হ্রাস	৩০৪
স্বপ্নদোষ	৩১৪
স্বরভঙ্গ	২৩১
সুতিকা জ্বর	৩০২
সদ্যোজাত শিশুর মূত্রবন্ধ	৩১৬
স্তনে বেদনা	২৯৫
স্তন-প্রদাহ	২৮৭
স্তনে স্ফোটক	২৮৭
স্তনের কর্কট	২৮৭
স্ফোটক অর্থাৎ ফোড়া	২৬৮
স্নায়ুশূল	১৪৮
স্নায়বিক দুর্বলতা	১৫৮
স্মৃতিশক্তির হ্রাস	১৫৭
স্বরভঙ্গ	২৩১
স্ত্রীরোগ	২৭২
হাম	৭২
হাইড্রোসিফেলাস	৩২৩
হার্নিয়া	১৯১
হাপানি	২২৭
হিক্কা	২০০
হিস্টিরিয়া	১৫০
হুপিং কাশি	৩২৪
হৃৎস্পন্দন	২৩৬
হৃৎশূল	২৩৪
ক্ষত	২৬৯

বাহ্য ঔষধের প্রয়োগ

আকস্মিক ঘটনা এবং অন্যান্য রোগ	৩২৫
আর্ণিকা	৩২৭
ক্যালেণ্ডুলা	৩২৭
ক্যান্থারিস	৩২৮
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৩২৮
ইউফ্রেসিয়া	৩২৮
ইস্কিউলাস	৩২৮
কস্টিকাম	৩২৯
কোলিন্সোনিয়া	৩২৯
কার্বলিক এসিড	৩২৯
ক্রিয়োজোট	৩২৯
প্ল্যান্টাগো মেজর	৩২৯
ফাইটোলেক্কা	৩৩০
বোরাক্স	৩৩০
লিডাম	৩৩০
সিম্ফাইটাম	৩৩০
হ্যামামেলিস	৩৩০
হাইপেরিকাম	৩৩১

মেটিরিয়া মেডিকা

অরাম মেটালিকাম	৩৩২
আইরিস	৩৩২
আয়োডিয়াম	৩৩২
আর্ণিকা	৩৩২
আর্জেন্টাম মেটালিকাম	৩৩৩
আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম	৩৩৩
আর্সেনিক	৩৩৩
ইগ্নেসিয়া	৩৩৪
ইপিকাক	৩৩৪
ইউপেটোরিয়াম পার্ফ	৩৩৪
ইউফ্রেসিয়া	৩৩৫
ইথুজা	৩৩৫
এপিস	৩৩৫
এলোজ	৩৩৫

নরদেহ-তত্ত্ব

সাফল্যের সহিত মানবদেহের ব্যাধিচিকিৎসা করিতে হইলে চিকিৎসক-মাত্রেরই মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়াকলাপ তত্ত্বে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। যেমন কোনও যন্ত্র মেরামত করিতে হইলে সে যন্ত্রের নির্মাণ ও প্রত্যেক কল-কব্জার কার্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার, সেইরূপ জীবদেহ এবং মানবদেহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ভিন্ন তাহার বিকলতা সংশোধন বা চিকিৎসা বিড়ম্বনা মাত্র।

মানবদেহ প্রধানতঃ অস্থি, কোমলাস্থি প্রভৃতি কঠিন দ্রব্যের উপর মেদ, মাংস প্রভৃতি কোমল দ্রব্য সংযোগে নির্মিত হইয়াছে। অস্থিসকল পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া ও রজ্জুর ন্যায় বন্ধনী (ligament) দ্বারা নিবদ্ধ হইয়া এমনভাবে থাকে যে সহজে স্থানচ্যুত হয় না এবং সেই সংযুক্ত অস্থিচয়কে নরকঙ্কাল (skeleton) কহে।

যেমন কোনও প্রতিমা গড়িতে হইলে বংশখণ্ড দ্বারা একটা 'কাঠাম' করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ নানা আকারের অস্থিচয় দ্বারা এই নরকঙ্কাল গঠিত। তাহার মূল অংশকে দেহকাণ্ড (trunk) কহে, এবং হস্ত-পদাদিকে প্রত্যঙ্গ কহে। দেহকাণ্ড প্রধানতঃ মেরুদণ্ড ও পঞ্জর দ্বারা গঠিত। মেরুদণ্ডের উপর মস্তক প্রতিষ্ঠিত এবং উপরে ও নিম্নে উভয়দিকে প্রত্যঙ্গরূপে বাহু ও পদদ্বয় লম্বিত থাকে। এইরূপে দেখা যায় যে দেহের অতি প্রয়োজনীয় ও কোমল যন্ত্রদিগকে রক্ষা ও ধারণ করিবার জন্য প্রকৃতি তিনটি সুরক্ষিত গহ্বর নির্মাণ করিয়াছেন, যথা—মস্তক, বক্ষ ও উদর বা কুক্ষি।

মস্তক বা মুণ্ডের মধ্যে নিহিত থাকে মোমের ন্যায় কোমল ও সর্বকার্য-নিয়ন্তা মস্তিষ্ক বা মগজ (Brain), তাহার পশ্চাৎ হইতে লম্বিত প্রায় ১৬ ইঞ্চি পরিমিত রজ্জুর ন্যায় মেরুমজ্জা (spinal cord) মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত একটি নলে লুক্কায়িত থাকে। এই মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা (Brain and spinal cord) হইতে যথাক্রমে দ্বাদশ ও একত্রিংশ জোড়া স্নায়ু বাহির হইয়া দেহের নানা স্থানে পরিব্যাপ্ত। স্নায়ুমণ্ডলীর কতকগুলি গতিবিধায়ক (motor) অর্থাৎ তাহাদের মারফৎ মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা হইতে কার্য করিবার আদেশ আসে এবং পেশীগুলি যথাযথভাবে কার্য করিয়া দেহকে গতিশীল ও কার্যক্ষম রাখে। আর কতকগুলি আনুভূতিক (sensory)

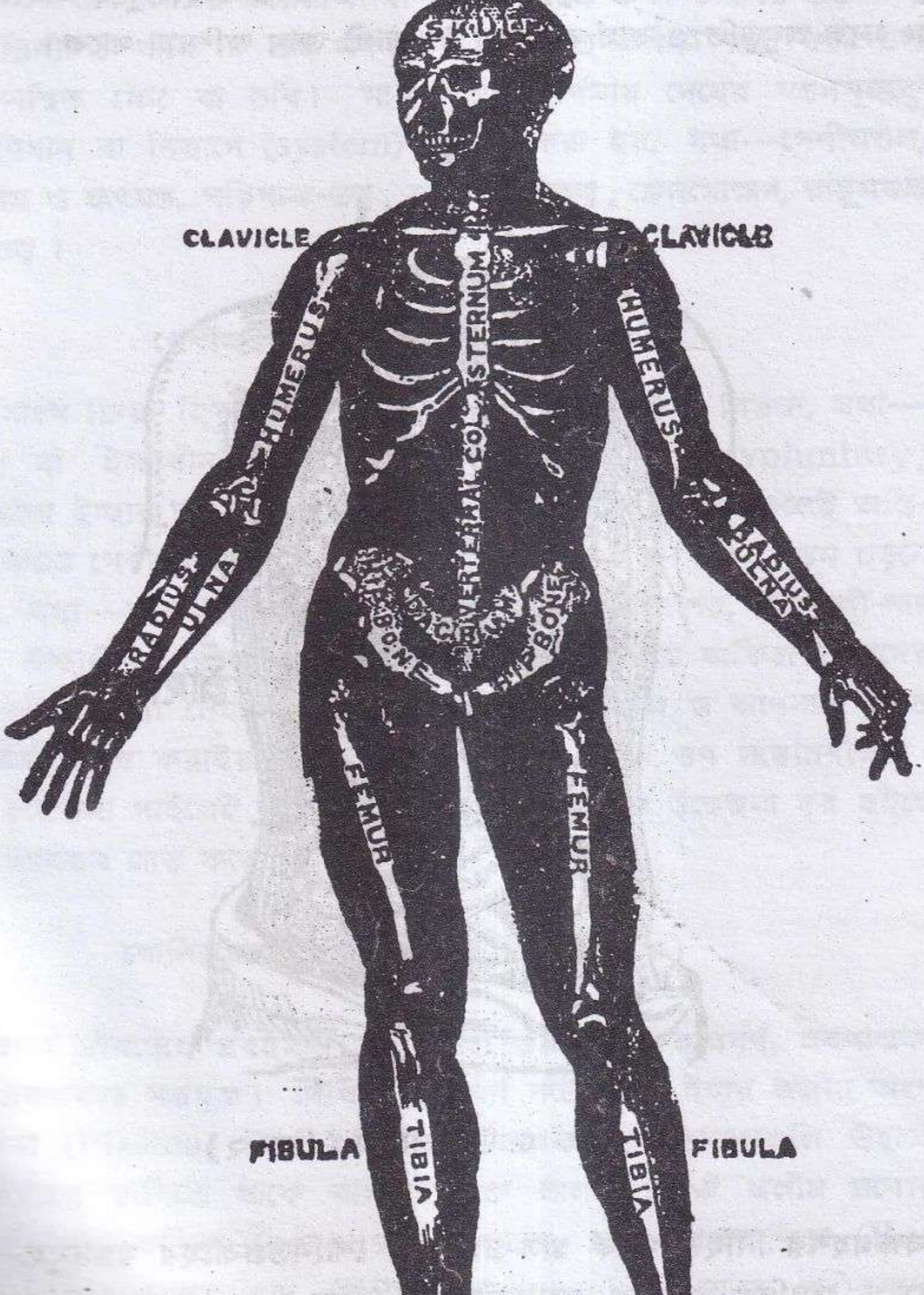
SKULL
CLAVICLE
CLAVICLE
STERNUM
HUMERUS
HUMERUS
RADIUS
ULNA
RADIUS
ULNA
FEMUR
FEMUR
FIBULA
TIBIA
TIBIA
FIBULA

নরকঙ্কাল (চিত্র ১)

স্নায়ু। তাহাদের মারফৎ অনুভূতি মস্তিষ্ক ও মেরুমজ্জা মুখে যাইতে পারে, এবং ফলে অনুভূতি ও কার্য করিবার উপযোগী জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

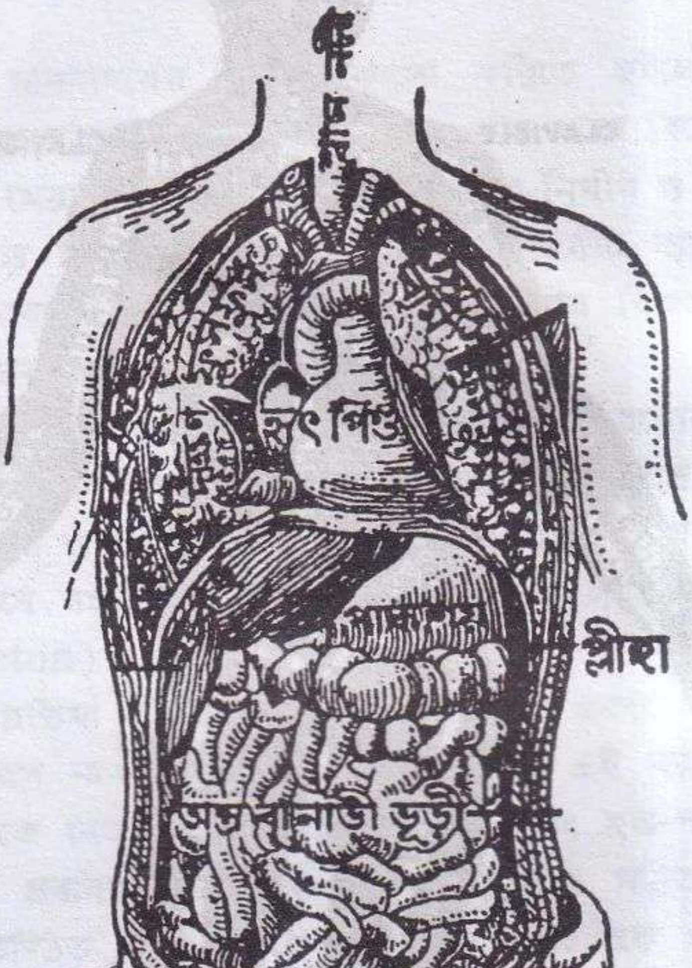

বক্ষ ও উদরগহ্বর (চিত্র ২)

বক্ষগহ্বরে নিহিত থাকে শ্বাস-প্রশ্বাস ও শোণিতপ্রবাহের যন্ত্রসমূহ, যথা—ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ও বৃহৎ রক্তনালীসকল (চিত্র ২)। উদরগহ্বরমধ্যে আছে পরিপাকযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয় সংক্রান্ত যন্ত্রসমূহ।

এই নরকঙ্কালের মোট অস্থিসংখ্যা প্রায় ২০০ (মেরুদণ্ড ২৬, মুণ্ড ২২, পঞ্জর ও বক্ষাস্থি ২৫, জিহ্বামূলাস্থি (Hyoid) ১, উর্ধ্ব প্রত্যঙ্গ বা বাহু ৬৪, অধঃপ্রত্যঙ্গ বা পদ ৬২)।

ইহার সহিত কর্ণকুহরস্থিত ছয়টি ক্ষুদ্রাস্থি যোগ করিলে ২০৬টি অস্থি হয়।

চক্রাকৃতি। সেল মাত্রেরই কেন্দ্র থাকে, কিন্তু ইহারা কেন্দ্রশূন্য। ইহার মধ্যে হিমগ্নবিন নামক এক প্রকার দ্রব্য থাকে যাহা সহজে অক্সিজেন নামক বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে ও প্রয়োজন মাত্র ছাড়িয়ে দিতেও পারে। ঐ বাষ্পপূর্ণ অবস্থায় (ইহারা) ঘোর লালবর্ণ থাকে এবং বাষ্প হ্রাস পাইলে বেগুনী বা নীলাভ বর্ণ দেখায়। একটি আলপিনের মাথায় যতটুকু রক্ত ধরিতে পারে (১ কিউবিক মিলিমিটার) তাহাতে রক্তকণিকার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।

শ্বেতকণিকাসমূহকে ল্যাটিন ভাষায় লিউকোসাইট (leukocyte) কহে। ইহারা অপেক্ষাকৃত বড় ও কেন্দ্রসমন্বিত এবং পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র রক্তবিন্দুতে প্রায় দশসহস্র থাকে। ইহাদের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি সততই ঘটিয়া থাকে। আহারের পর, গর্ভাবস্থায়, রক্তস্রাবের পর ও বাল্যকালে সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কতকগুলি ব্যাধিতে বৃদ্ধি পায়, যথা—নিউমোনিয়া। বৃদ্ধ বয়সে সংখ্যায় কমিয়া যায়, আর কমিয়া যায় কতকগুলি ব্যাধিতে, যথা—টাইফয়েড, কালা-জ্বর ও ডেঙ্গুজ্বর। এই শ্বেত অণু প্রধানতঃ চারি জাতীয়, যথা—১। লিম্ফো-সাইট, ২। বৃহৎ এককেন্দ্রযুক্ত, ৩। পলি বা বহুকেন্দ্রযুক্ত, ৪। ইসিনোফিল। এতদ্ভিন্ন পরিবর্তনশীল (transitional) ও মাস্ট সেল (mastcell) নামক যোজকটিস্যু উত্থিত শ্বেতকণিকা দেখা যায়।

এই শ্বেতকণিকা, বলিতে গেলে আমাদের জীবদেহকে রক্ষা করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বহুকেন্দ্রজাতি বা 'পলি' আক্রমণকারী জীবাণুর সহিত সংগ্রাম করে, তাহাকে আপন আপন শরীরে গ্রহণ করিয়া হজম করিবার চেষ্টা করে, যদি তাহা করিতে সক্ষম হয় তবে আমরা রোগমুক্ত হই—নতুবা তাহারা নিজেরাই মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও পুঁজে পরিণত হয়। অপরজাতীয় শ্বেত-কণিকাসমূহ যুদ্ধে রত পলিজাতীয় সৈন্যদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। শ্বেতকণিকার এই শক্তিকে ইংরেজীতে ফ্যাগোসাইটোসিস্ (Phago-cytosis) কহে। যুদ্ধরত সৈন্যদিগকে ফ্যাগোসাইট কহে।

অতএব দেখিতে পাই প্রবহমান শোণিত তাহার জলীয় অংশদ্বারা দেহের সকল স্থানে অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়া নিয়ত ক্ষয়শীল টিসু বা সেলদিগকে অহরহ খাদ্য সরবরাহ করিতেছে, রক্তকণিকাগুলি অক্সিজেন বাষ্প যোগাইতেছে এবং শ্বেতকণিকাগুলি নানাভাবে দেহকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছে।

এই শোণিতপ্রবাহ সম্বন্ধে কতকগুলি যন্ত্রের প্রয়োজন, যথা—হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা, কৈশিকা রক্তনালী ও লসিকাপথ বা লিম্ফ্যাটিক।

হৃৎপিণ্ড—হৃৎপিণ্ড একটি পেশীময় চারিটি প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট থলি বিশেষ; ইহার আয়তন মানবের নিজের মুষ্টির ন্যায় ত্রিকোণ, প্রশস্ত অংশ উপরদিকে এবং সূক্ষ্মাংশ নিম্নদিকে বক্ষঃগহ্বরে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডকে বাহির করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে চারিটি ঘর বা প্রকোষ্ঠ আছে, তাহাদিগকে

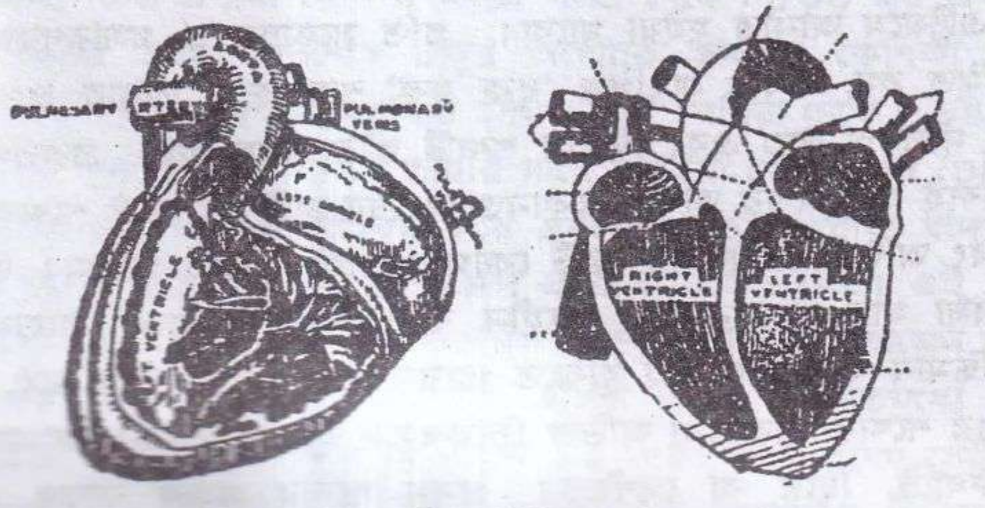

হৃৎপিণ্ড (চিত্র ৩)

যথাক্রমে দক্ষিণ এট্রিয়ম, দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেল, বাম এট্রিয়ম ও বাম ভেন্ট্রিকেল কহে (চিত্র ৩)। এট্রিয়ম দুইটি ক্ষুদ্র ও তাহাদিগের গাত্র পাতলা; ভেন্ট্রিকেল দুইটি বৃহদায়তন ও তাহাদিগের গাত্র স্থূল।

ইহারা সকলে পরস্পরের সহিত ছিদ্র দ্বারা সংযুক্ত নহে। দক্ষিণ এট্রিয়ম ট্রাইকাসপিড-দ্বার দ্বারা (Tricuspid valve) বা ত্রিকপাট দ্বারা দক্ষিণ ভেন্ট্রি-কেলের সহিত মিলিত। পক্ষান্তরে বাম এট্রিয়ম মাইট্রাল-দ্বার দ্বারা (Mitral valve) বা দ্বিকপাট দ্বারা বাম ভেন্ট্রিকেলের সহিত মিলিত। ফলকথা দক্ষিণ দিকের প্রকোষ্ঠের সহিত বামদিকের প্রকোষ্ঠের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বা মিলন নাই। তবে দেহের সর্বত্র হইতে অশুদ্ধ রক্ত ঊর্ধ্ব মহাশিরা (Superior vena cava) ও অধঃ মহাশিরা মারফৎ দক্ষিণ এট্রিয়মে আসে, তথা হইতে ত্রিকপাট-দ্বার দিয়া দক্ষিণ ভেন্ট্রিকেলে যায়, আবার সেই প্রকোষ্ঠ হইতে পালমনারি ধমনী দিয়া উভয় ফুসফুসের মধ্যে প্রেরিত হয়; এই স্থানে বায়ুকোষের বায়ু হইতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ এবং সংগৃহীত কার্বনিক এসিড বাষ্প বায়ুকোষমধ্যে চালনা করিয়া অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ ও ঘোর লালবর্ণ হইয়া থাকে। এই পরিষ্কৃত শুদ্ধ রক্ত চারিটি পালমনারি শিরা দ্বারা বাম এট্রিয়মে আনীত হয়। পরে তাহা দ্বিকপাট-দ্বার দ্বারা বাম ভেন্ট্রিকেলে গিয়া পৌঁছায়। বাম ভেন্ট্রিকেল সজোরে সঙ্কোচন দ্বারা শুদ্ধ রক্তকে এওর্টা নামক বৃহৎ ধমনীমধ্যে চালনা করে এবং সর্বশরীরে প্রেরিত হয়। হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৭২ বার সঙ্কুচিত